

Living the Lotus 9

Buddhism in Everyday Life

2023
VOL. 216



Living the Lotus
Vol. 216 (September 2023)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editors: Staff members of Bangladesh
Dharma Center

Living the Lotus is published monthly by Risho Kosei-kai
International, Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিসসো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনের শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিসসো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানান্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাতে রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটার্স (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।



লোভ সকল মর্মবেদনার কারণ

রেভারেন্ট নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিসসো কোসেই-কাই।

লোভ বিপর্যয় ডেকে আনে

“নীল আকাশ, ঘোড়াও মোটাতাজা” শরতকাল সম্পর্কে জাপানে এমন একটা পুরানো প্রবাদ আছে। এই সময়কে খাদ্যাভিলাষের শরৎকালও বলা হয়। এই সময় গরমের উষ্ণতা কমে আসে, সেইসাথে খাবারের রুচিও বেড়ে যায়, যার কারণে সবকিছু মজা করে খাওয়া যায়। তাই, খুব বেশি খাওয়ার জন্য যেন পরবর্তীতে অনুশোচনা করতে না হয়, এবং পরিমিত আহারের কথা যেন ভুলে না যাই।

যদি প্রবল ক্ষুধা থাকে আর শরীরের ওজন বাড়ার জন্য চিন্তিত থাকেন, তবে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে আপনি সেই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। কিন্তু, শাক্যমুনি বুদ্ধ বলেছেন “যদি কারো নানা কামনা-বাসনার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা তাকে পরাস্ত করবে, এবং বিপজ্জনক দুর্ভাগ্য তাকে গ্রাস করবে।” এই অভিব্যক্তির মাধ্যমে লোভের মতো আকাঙ্ক্ষা কিভাবে শরীর ও মনের ক্ষতি সাধন করে সেই শিক্ষা দিয়েছেন। তৎ সত্ত্বেও, যদি অতিরিক্ত লোভ করেন তাহলে আপনি “বিপজ্জনক বিপর্যয়” এ পর্যবসিত হবেন, এবং মোটেও শান্ত থাকতে পারবেন না।

সূত্রনিপাত গ্রন্থে বর্ণিত উক্ত অনুচ্ছেদ অনুসারে দেখা যায়, “যদি শস্যক্ষেত্র, থাকার জায়গা, রমনী এবং আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি নানা কামনা-বাসনার আকাঙ্ক্ষা থাকে” তাহলে অর্থ সম্পদের প্রতি অত্যধিক লোভ-লালসা ইত্যাদিতে আচ্ছন্ন হয়ে পরে, যা থেকে নিজের ও অন্যের প্রতি হিংসা, রাগ, ঘৃণা উৎপন্ন হয়, এবং ফলশ্রুতিতে নানা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নামক বিপর্যয়ে পর্যবসিত হতে হয় তা নয় কি? তাছাড়া, “ওই ব্যক্তি লোভী” তাই তাকে এড়িয়ে চলতে হবে, এরূপ মানসিক চাপ শারীরিক অবস্থাকেও প্রভাবিত করে, এমন বিপর্যয়ের কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে।

শাক্যমুনি বুদ্ধ আরও বলেছেন, “কোনো লোভাতুর ব্যক্তি যদি তার ইচ্ছা পূরণ করতে না পারে, তাহলে, সেই ব্যক্তি তীর বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করে।” তৎকালীন সময়ে শাক্যমুনি বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে মানুষ কিভাবে কষ্ট পাচ্ছে তা দেখেছেন কিংবা শুনেছেন নিশ্চয়ই। অতিরিক্ত লোভের কারণে চারপাশের মানুষের সাথে ক্রমাগত ঝগড়া করে, কখনও কখনও সহিংসতার দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার মতো বিপর্যয় ডেকে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন মানুষও ছিল হয়তো। আকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত ব্যক্তিদের জন্য যে সুস্থ জীবনের অদূরে এক নিদারুণ কষ্ট অপেক্ষা করছে, সেই বিষয়টি শাক্যমুনি বুদ্ধ তাঁর স্বীয় জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন।

মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়, অথচ অন্যান্য প্রাণী যারা প্রয়োজনের বেশি খায় না তাদের সাথে ভিন্নতা হলো,

আমরা কখনও কখনও আমাদের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। অতএব, পরার্থপরতার মনোভাবকে না ভুলে আকাঙ্ক্ষাকে সংযত রেখে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করা অপরিহার্য।

যা আছে তা নিয়ে আনন্দে থাকাই সুখকর

তবে, আমরা মানুষের মধ্যে সহজাতভাবে যে আকাঙ্ক্ষা আছে তা খারাপ কিছু না। শাক্যমুনি বুদ্ধের মধ্যে “সব মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্ত করতে চাই” এরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। মৈত্রীকরণাপূর্ণ অন্তর আর পরোপকারের চেতনায় নিহিত প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে অনুসরণ করেই অবশেষে তিনি সবাইকে সুখী করতে পারার মতো সত্য-ধর্মকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্যই, শাক্যমুনি বুদ্ধের ন্যায় অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা আমাদের জীবনের সাথে গাঁথা আছে, এবং সেগুলি মানবজাতির উন্নয়ন ও বিকাশের উৎসে পরিণত হয়েছে।

যাহোক, লোভ যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন সেই লোভ “জাগতিক বাসনা” তথা আসক্তিতে পরিণত হয়, আক্ষরিক অর্থে আমরা দুর্ভাগ্য পড়ে যাই। ইচ্ছামতো না হওয়ার জন্য যন্ত্রণা ভোগ করি, এবং নিজের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মানুষের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করার কারণে দুঃখ যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। এমনটি যেন না ঘটে তার জন্য বৌদ্ধ ধর্মে “সামান্য চাওয়ায় তৃপ্তি” অর্থাৎ লোভকে নিয়ন্ত্রণ করে সন্তুষ্টি থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়। যদি এটি অনুশীলন করা যায়, লোভের কারণে সৃষ্ট শারীরিক ও মানসিক নানা সমস্যাও দূর হয়ে যাবে, অথচ তা জানা সত্ত্বেও আমরা তা অনুশীলন করতে পারি না।

সেখানে আরেকটা, “সামান্য চাওয়া”র “সামান্য” বর্ণটিকে “ক্ষুদ্র” বর্ণে পরিবর্তন করে “ক্ষুদ্র ইচ্ছায় জানো তৃপ্তি” এই অভিব্যক্তি পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। যদিও ধারণাটিতে তেমন কোনো ভিন্নতা নাই, পালি ভাষায় বর্ণিত “ক্ষুদ্র ইচ্ছা” ও “সন্তুষ্টি” এর অনুরূপ শব্দের অর্থ অনুযায়ী “ক্ষুদ্র ইচ্ছায় সন্তুষ্টি”র অর্থ হলো “প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পরিমাণ বিষয় নিয়ে আনন্দে থাকা” এই বিষয়টি অনেক অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়। সানজো পুরোহিত নামে পরিচিত চৈনিক বৌদ্ধধর্মীয় পুরোহিত জুয়ানজাং “সন্তুষ্টি” কথাটির অর্থ গভীরভাবে উপলব্ধি থেকে “সন্তুষ্টির আনন্দ উপভোগ করা” এরূপ পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত অভিলাসের পূর্ণতাই যে অত্যন্ত আনন্দদায়ক এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হলে, সন্তুষ্টি থাকার আনন্দ উপভোগ করার জন্য, স্বাভাবিকভাবে লোভকে সংবরণ করা যায়। তাছাড়া, পর্যাপ্ততা সম্পর্কে জানো এমন উপদেশের চাইতে সহজে গ্রহণ করা যায়, এরূপ মনোভাবকে আনন্দসহকারে নিয়ে লোভকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন তা নয় কি?

এবং সর্বোপরি, প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পরিমাণ বিষয় নিয়ে আনন্দে থাকার চেয়ে স্বাস্থ্যকর এবং সুখী জীবনযাপনের আর কোনো উত্তম উপায় নাই বলে আমি মনে করি।

‘কোসেই’ সেপ্টেম্বর ২০২৩।



কার্টুন রিসসো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

শাক্যমুনি বুদ্ধের জীবনী এবং বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা

প্রতিটা জিনিসের আসল প্রকৃতি

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে, এই জগতের সকল বিষয়ের আসল প্রকৃতিকে দেখার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই “সকল বিষয়বস্তুর সত্যিকারের প্রকৃতি” কে “সকল ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ” বলা হয়।

আমরা, যখন বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হই, তখন আমরা আমাদের চিন্তাধারার ভিত্তিতে এর বিচার করে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, রাস্তায় হাঁটার সময় যদি একটি বড় পাথর পরে, বেশিরভাগ মানুষ এটাকে “প্রতিবন্ধকতা” মনে করবে তা নয় কি?

কিন্তু, পাথরের দৃষ্টিকোণ থেকে, পাথরটি পাথর হিসেবে কেবল সেখানে বিদ্যমান রয়েছে, এটি মানুষকে কষ্ট দেওয়ার বা কোনো বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলার জন্য চেষ্টা করছে না। অন্য কথায়, এটাকে যে প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করছি, এটা একান্তই আমরা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর কিছু নয়।

এইভাবে, আমরা আমাদের পূর্বকল্পিত ধারণা অনুসারে এবং নিজের পছন্দ-অপছন্দের উপর ভিত্তি করে প্রতিটা জিনিস ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিচার করার প্রবণতা অন্তরে গোষণ করে থাকি। এবং, আমরা যখন কোনো বস্তুকে এভাবে দেখি তখন বস্তুর প্রকৃত রূপ হারিয়ে যায়।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে, প্রতিটা বস্তুর আসল প্রকৃতিকে দেখার জন্য, মানুষ, বস্তু, ঘটনা ইত্যাদিকে যেমন আছে তেমনভাবে দেখা গুরুত্বপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।



পাদটিকা

“সকল ধর্ম” বলতে সমস্ত ঘটনা, এবং “প্রকৃত স্বরূপ” বলতে সত্যিকারের প্রকৃতিকে বুঝানো হয়েছে। “সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র”র মধ্যে আছে “সকল ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে একমাত্র বুদ্ধই কেবল দর্শন করেছেন।” এবং সমস্ত বিষয়বস্তু ও ঘটনাকে পূর্বধারণা ব্যতিরেকে দেখার গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।



তিনটি গাড়ি ও জলন্ত বাড়ির উপমা



সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ উপমা আছে। এগুলো সম্মিলিতভাবে "পদ্মসূত্রের সপ্ত উপমা" নামে পরিচিত।

"পদ্মসূত্রের সপ্ত উপমা" কঠিনভাবে ব্যাখ্যাত সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাগুলিকে গল্পের মাধ্যমে সহজে বোঝার উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, প্রথমটি হল তিনটি গাড়ি ও আগুনের বাড়ির উপমা।

"একটি দেশে, একটি জরাজীর্ণ ধনী ব্যক্তির বাড়ি ছিল।" বাড়িতে আগুন ধরে যায়। আগুনের দিকে খেয়াল না করে ভিতরে শিশুরা খেলছে। বাইরে থাকা প্রবীণ ধনী ব্যক্তি চিৎকার করে তাদেরকে সতর্ক করলেন, কিন্তু তারা খেয়াল করছে না।

সেখানে, ধনী ব্যক্তি বাচ্চাদের জানিয়ে দেয় যে বাইরে ভেড়ার গাড়ি, হরিণের গাড়ি এবং গরুর গাড়ি রাখা আছে যা বাচ্চারা সবসময় চেয়েছিল। একথা শুনে শিশুরা অবশেষে জ্বলন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নিরাপদে জলন্ত গৃহ থেকে সন্তানদের উদ্ধার করতে পেরে ধনী ব্যক্তি এতটাই খুশি হয়েছিল যে তিনি প্রত্যেককে একটি করে সাদা রঙের সৌখিন গরুর গাড়ি দিয়েছিলেন, যা তারা চেয়েছিল তার চেয়েও অনেক উত্তম ছিল।

ধনী ব্যক্তি হলেন বুদ্ধ, শিশুরা হলাম আমরা সাধারণ মানুষ, জরাজীর্ণ ঘর হলো আমরা আঁকড়ে থাকা এই অলিক জগৎ সংসার,

আগুন বলতে সকল প্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা, এবং একই রকম বড় সাদা গরুর গাড়ির অর্থ হলো সকলের জন্য সমান ধর্মশিক্ষা। এই উপমার মাধ্যমে যারা লালসায় লিপ্ত রয়েছে তাদেরকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনতে বুদ্ধের অসাধারণ জ্ঞান এবং সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে।

পাদটিকা

তিনটি গাড়ি হলো, ভেড়ার গাড়ি, হরিণের গাড়ি ও গরুর গাড়ি। এর অর্থ হলো বুদ্ধ হওয়ার তিনটি পথ রয়েছে যেমন শ্রাবকযান, প্রত্যেকবুদ্ধযান এবং বোধিসত্ত্বযান। বুদ্ধ সকল ধর্মানুশীলনকারীদের সর্বোত্তম শিক্ষা "বড় সাদা গরুর গাড়ি" উপহার দিয়েছিলেন। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত গল্প।



সবই বুদ্ধের বহির্প্রকাশ

বুদ্ধমার্গ লাভ করতে পারবে না এমন কেউ নাই

রেভারেন্ট নিক্কিয়ো নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্সো কোসেই-কাই।





আপনি যদি পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষায় বিশ্বাসী লোকেদের সাথে থাকেন, তবে আপনি কখনোই বিভ্রান্ত হবেন না। আপনি নিজে সমাধান করতে পারছেন না এমন সমস্যাগুলোও, অনেক লোকের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানগর্ভ কথা শ্রবণ করলে, প্রতিটা 'বন্ধন' বা সাক্ষাতলব্ধ সবকিছুই নিজের “বুদ্ধ প্রকৃতি” কে জাগরিত করার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন, এবং সবকিছু মোকাবেলা করতে পারেন।

বুদ্ধের একান্ত ইচ্ছা হলো সবাইকে বুদ্ধের অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। আমি যে রিসসো কোসেই-কাই প্রতিষ্ঠা করেছি তাও বুদ্ধের “আবির্ভাবের একমাত্র উদ্দেশ্য” এর সাথে সম্পর্কিত। রিসসো কোসেই-কাই অসংখ্য মানুষের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা দ্বারা সমর্থিত। সকল সদস্যগণ “একে অন্যকে ধর্মপথে উদ্ভুদ্ধ করে” পাশের ব্যক্তিকে ধর্মের পথে পরিচালিত করা সত্যিকারের একজন বুদ্ধের অনুসারীর করণীয় বলে মনে করি।

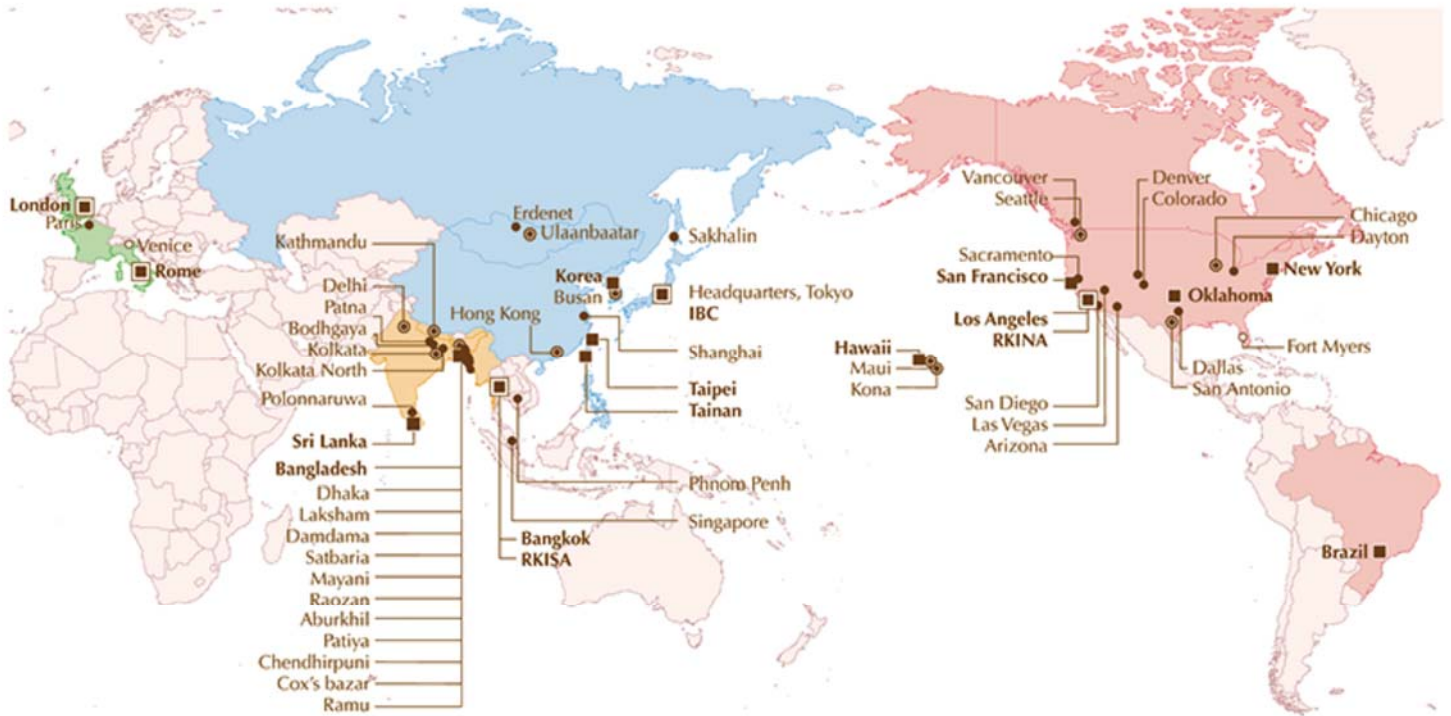
“নিজেকে ভুলে অন্যের উপকার করা”র মতো কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবে করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাবে, ততই “যদি ধর্ম শ্রবণকারী ব্যক্তি একজনও থাকে, তবে কেউ বুদ্ধমার্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হবে না” সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের উপায় কৌশল অধ্যায়ে বর্ণিত সূত্রের এই বাক্যাংশের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হবো।

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter



🌸 A Global Buddhist Movement 🌸



Information about local Dharma centers



✉ We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp